দৈনিক জনকণ্ঠ

২৬/১০/২০০৫

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ০২ কলাম ... ৪ ...

বিনামূল্যে বই পেতে কি চরম মূল্য দিতে হবে? সময় দেড় মাস– ওয়ার্ক অর্ডার পাননি প্রকাশকরা

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বিনামূল্যে বই পেতে আবারও চরম মূল্য দিতে হয় কিনা সেই আশঙ্কা রয়েই গেছে। প্রাথমিক স্তরের বই বছরের শুরুতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছা নিয়ে অনিশ্চয়তা ও সন্দেহ কাটেনি। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে শিক্ষার্থীরা যাতে সময়মতো বই পায় সে জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানোর কথা বললেও কাজের অগ্রগতি খুবই মন্থর। কেবল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ওয়ার্ক অর্ডার পাবার জন্য প্রকাশকরা প্রায় দু'সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করছেন। একজন প্রকাশক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, প্রাথমিক স্তরের বই ছাপা ও সারা দেশে পৌঁছার জন্য হাতে মাত্র মাস দেড়েক সময় আছে। কিন্তু কাজ যেভাবে এগোনোর কথা সেভাবে এগোচ্ছে না। তাও এই দেড় মাস সময়ের মধ্যে রয়েছে রমজান, ঈদ, পূজাসহ নানা ছুটি। এসব ছুটিতে

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

বিনামূল্যে বই পেতে

(১২-এর পাতার পর)

শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করালে ফতটুকু সম্ভব হবে এবং কাজের গতি কতটা দ্রুত হবে সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ-সংশয় রয়েছে।

প্রকাশকদের বক্তব্য হচ্ছে, দু'একদিনের মধ্যে কার্যাদেশ পেলে এখনও সময়মতো বই শিক্ষার্থীদের হাতে পৌঁছা সম্ভব। এদিকে বাংলাদেশ প্রেস মালিক সমিতি নামে একটি সংগঠন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে প্যাকেজ পদ্ধতিতে যে টেন্ডার গ্রহণ করা হয়েছে তা বাতিল করে তালিকাভুক্ত প্রেসের মাধ্যমে বই ছাপার দাবি তুলেছে। গত ১৪ অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির পক্ষ থেকে এই দাবি জানানো হয়। জানা যায়, দাবিটি আমলেই নিচ্ছে না শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা পাঠ্যপুস্তক বোর্ড। কারণ এই মুহূর্তে নতুন করে টেন্ডার আহ্বান করতে গেলে শুরুতেই পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সরকারকে নাকানি-চুবানি খেতে হবে। গত ৬ সেপ্টেম্বর টেন্ডার আহ্বানের পর এখনও কার্যাদেশ দেয়া সম্ভব হয়নি। এই মুহূর্তে নতুন করে টেন্ডার আহবান করলে কোনক্রমেই সময়মতো বই ছাপা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে এনসিটিবির চেয়ারম্যান শফিউর রহমান জনকণ্ঠকে বলেন, টেন্ডার বাতিলের প্রশ্নই ওঠে না। যাবতীয় নিয়ম-কানুন অনুসরণ করেই টেন্ডার আহ্বান ও প্রকাশক নির্বাচিত করা হয়েছে। এখন কেউ অযৌক্তিক কোন দাবি জানালেও কিছু করার নেই। তাছাড়া কেউ টেন্ডার বাতিলের দাবি করেছেন এমন কথা তিনি জানেন না। শফিউর রহমান বলেন, শিক্ষাবছরের শুরুতে সময়মতো ছাত্রছাত্রীরা বই পাবে বলে তিনি আশাবাদী এবং এ জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। দু'একদিনের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জানা যায়, এ বছর প্রাথমিক স্তরে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৩৩টি বিষয়ে ৪ কোটি ৭২ লাখ বই ছাপা হবে। গত বছর প্রায় সমপরিমাণ বই প্রস্তুত করতে যেখানে খরচ হয়েছিল ১১ কোটি টাকা এবার প্যাকেজ পদ্ধতিতে সেখানে খরচ হচ্ছে সাড়ে সাত কোটি টাকা। বাংলাদেশ মুদ্রণ শিল্প সমিতির সভাপতি রাব্বানি জব্বার জনকণ্ঠকে বলেন, বিধি অনুযায়ী টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এখন প্রকাশকরা সরকারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি বলেন, দু'একদিনের মধ্যে কার্যাদেশ পেলে সময়মতো বই দেয়া সম্ভব হবে। এ প্রসঙ্গে রাব্বানি জব্বার বলেন, দেড় শ' প্রেস কাজ করবে বলা হলেও আসলে তিন শতাধিক প্রেস কাজ করবে। ফলে কার্যাদেশ পাবার পর পরই পুরোদমে কাজ শুরু হলে কোন সমস্যা হবার কথা নয়।